Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 42:14 min
ID: IDI_AMR302_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	22	HSC	Caregiver	100,000 BDT	10 months-male	65 years -male	Bangali	Total= 8; Child-1, Husband, Wife (Respondent), Mother-in-law, Father-in-law, Brother-in-law-2, Niece.

প্রশ্নর্কতা:আপা, কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:আমার নাম হচ্ছে .....। আমি আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে। মহাখালি। তো আমরা এইযে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে কাজ করতেছি। গবেষনার কাজ। এটার জন্য। তো এটা একটু বলেন যে আপনার, কি কাজ করেন বাড়ির মধ্যে? আপনার পেশা কি?

উত্তরদাতা:আমি হাউজওয়াইফ।

প্রশ্নর্কতা: হাউজওয়াইফ। আচ্ছা। আর আপনার এখানে পরিবারে কে কে থাকে,এটা একটু বলেন। একসাথে আপনারা খাওয়া দাওয়া করেন কয়জন?

উত্তরদাতা:আমার পরিবারে আমার শ্বশুর শাশুড়ি, হাজবেন্ড, দেবর, একজন ভাসুর। তারপর আমার ভাসুরের দুই মেয়ে আছে।

প্রশ্নর্কতা:চারজন, পাঁচজন, ছয়, সাতজন।

উত্তরদাতা:আটজন।

প্রশ্নর্কতা:আটজন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:টোটাল আটজন আপনারা?

উত্তরদাতা:হ্যা। টোটাল আটজন।

প্রশ্নর্কতা:আর ভাসুরের এক মেয়ে?

উত্তরদাতা:দুই মেয়ে।

প্রশ্নর্কতা: দুই মেয়ে।

উত্তরদাতা:হ্যা। একটা ছোট আর একটা বড়।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কয় ছেলেমেয়ে?

উত্তরদাতা:আমার একটাই ছেলে।

প্রশ্নর্কতা:আপনার একটাই ছেলে? তার মানে আপনারা হাজবেন্ড ওয়াইফ আর আপনার ছেলে সহ তিন জন আর আপনার শ্বশুর শাশুড়ি পাঁচজন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:দেবর একজন

উত্তরদাতা:ভাসুর একজন আর দুইটা ভাসুরের মেয়ে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনাদের ওয়াইফ?

উত্তরদাতা:একজনের বাচ্চা অসুস্থ এজন্য বাপের বাড়িতে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন হলো?

উত্তরদাতা:অসুস্থ দুইবছর তো। দুইবছর।

প্রশ্নর্কতা:আর একজন?

উত্তরদাতা:বাচ্চাটার হার্টের সমস্যা তো, এজন্য ঐখানে থাকে। এখানে মানে ডাক্তারের কাছে আসা যাওয়া, আমাদেরতো এখানে দুই তিনজন রোগী আছে। উনাদের নিয়েই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। ওর জন্য ওর নানাবাড়িতে থাকে। ওর নানা নানী নিয়া আর কি ইয়া করে। মাঝে মাঝে ওর বাবাও যায়। আজকে গেছে ওর বাবা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে ওরা ওখানেই স্যাটেল হয়ে গেছেন আরকি।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তারপরে শুধু হচ্ছে ভাসুর এখানে থাকেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। শুধু ভাসুর, না, উনি এখানেও থাকে, ঐখানেও থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আমরা কি এখানে বেশী ধরবো নাকি ঐখানে বেশী ধরবো?

উত্তরদাতা:এখানে বেশী থাকে।

প্রশ্নর্কতা:এখানেই বেশী থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রয়োজন পড়লে ঐখানে যায়। যখন বাচ্চারে নিয়া হসপিটালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন যায়। আজকে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার দেওর বললেন, দেওরের দুই মেয়ে?

উত্তরদাতা:না। দেওর বিয়ে করে নাই।

প্রশ্নর্কতা: দেওর বিয়ে করে নাই। আচ্ছা। তার মানে আপনার ভাসুরের হচ্ছে দুই মেয়ে কিন্তু ওরা এখানে থাকে দুই মেয়ে?

উত্তরদাতা:বড় ভাসুর মানে ওয়াইফ মারা গেছে তো এজন্য উনার মেয়ে দুইটা এখানে থাকে। আর বিয়ে করে অন্য জায়গায় থাকে আর এক বউ নিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনার ভাসুর এখানে থাকেনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:শুধু আপনার স্বামী, তিনভাইয়ের মধ্যে স্বামী

উত্তরদাতা:তিনভাই। হ্যা, তিনভাই থাকে ওরা।

প্রশ্নর্কতা:দেওর আর একটা ভাসুর থাকে।

উত্তরদাতা:আর একটা ভাসুর থাকে।

প্রশ্নর্কতা:যে ভাসুর আবার ইয়া হচ্ছে

উত্তরদাতা:একটা মেয়ের হার্টের সমস্যা। ঐটা

প্রশ্নর্কতা:এজন্য সে বউ নিয়ে

উত্তরদাতা:ওর নানাবাড়িতে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে টোটাল কয়জন

উত্তরদাতা:টোটাল এখানে আমরা আটজন।

প্রশ্নর্কতা:আটজন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এরমধ্যে ইনকাম করে কয়জন?

উত্তরদাতা:তিনজন।

প্রশ্নর্কতা:তিনজন? আর এরকম আপনার ছোট বাচ্চার বয়স কত?

উত্তরদাতা:দশ মাস।

প্রশ্নর্কতা:দশ মাস। এরকম ছোট বাচ্চা আর আছে এখানে?

উত্তরদাতা:না। এখানে এরকম নাই।

প্রশ্নর্কতা:আটজনের মধ্যে নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে উনারা কি, কিসের কাজ করেন এটা একটু বলেন। যারা ইনকাম করেন?

উত্তরদাতা:আমার বড় ভাসুর যিনি ইনকাম করেন, উনার হচ্ছে ওয়াস্টেজের ব্যবসা। ঝুট, ঝুট বলে।

প্রশ্নর্কতা: ওয়াস্টেজের ব্যবসা, আর কি?

উত্তরদাতা:ঝুট।

প্রশ্নর্কতা:ঝুট?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঝুটের ব্যবসা। আর আমার হাজবেন্ড, উনার হচ্ছে ওয়াস্টেজের ব্যবসা। আর আমার দেবর যে, উনার হচ্ছে স্টিল বিল্ডিং। এক্সপোর্টি ইমপোর্টি লোড আনলোডের ব্যবসা।

প্রশ্নর্কতা:তো উনাদের মাসে ইনকাম কত পড়ে?

উত্তরদাতা:এইতো লাখ টাকার একটু বেশী।

প্রশ্নর্কতা:এক লাখ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মান্থলি ইনকাম?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামীর শুধু কত পড়ে?

উত্তরদাতা:আমার স্বামী মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। তো এখানে কি সবাই কন্ট্রিবিউট করে?

উত্তরদাতা:হ্যা, সবাই কন্ট্রিবিউট করে ।

প্রশ্নর্কতা:আপনার দেওর তো এখনো বিয়ে করেনি যেহেতু আপনার সাথেই আছে। বাবা মার সাথে। আর ভাসুর যে ইয়া, তার ফ্যামিলি হচ্ছে আলাদা জায়গায় থাকে। উনি এখানে থাকেন। হয়তো ব্যবসার কারনে। নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা। না। ঐখান থেকে ব্যবসার স্থান কাছে। কিন্তু এখানে উনার বাবা মা অসুস্থ। বাবা মার সাথে থাকে একসাথে।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম বাড়িতে মাঝে মাঝে কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতা:মাঝে মাঝে ঐ একজন ভাসুরই এসে থাকে। আর কেউ না।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি উনি ফ্যামিলির ইয়া না। স্থায়ী সদস্য না?

উত্তরদাতা:হ্যা। স্থায়ী সদস্য। এখানেও থাকে। ঐখানেও থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। না, আমি বললাম উনি ছাড়া ৫:০০

উত্তরদাতা:এখানে যেমন, যেমন এখানে তিনদিন থাকতেছে, ঐখানেও তিনদিন থাকতেছে। এরকম হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনি ছাড়া এখানে আর বাড়ির কেউ পরিবারের বাইরের কেউ এসে বাড়িতে থাকে কিনা? আপনাদের বাড়িতে?

উত্তরদাতা:ভাবীরা মাঝেমাঝে আইসা বেড়ায়। বেড়ায় চইলা যায়। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:রাতের বেলা থাকেনা?

উত্তরদাতা:না। রাতে থাকেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপনাদের গরু ছাগল হাঁস মুরগি এরকম কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা:তো পরিবারের মধ্যে এই বাড়িটা কার মানে

উত্তরদাতা:এই বাড়িটা আমরা এখানে ভাড়া থাকি।

প্রশ্নর্কতা:ভাড়া?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই বাড়িওয়ালা উপরে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বাড়িওয়ালা উপরে থাকে? আপনারা ভাড়া থাকেন এখানে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার বাড়িতে আসবাবপত্র কি কি আছে একটু বলেন।

উত্তরদাতা:আমার বাড়িতে আসবাবপত্র এইতো খাট, ওয়াল কেবিনেট, তারপর ওয়ারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল, টিভি, ফ্রিজ, আলমারি এগুলোই তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এখস কেমন আছেন সবাই? এই যে আটজন বললেন, আটজনের সবাই কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:আটজনের সবাই তো মোটামুটি ভালোই আছে। আমার শ্বশুর শাশুড়ি অসুস্থ। শ্বশুরটা একদম অচল, বিছানায়। আর শাশুড়িও মানে হাঁটা চলা করতে পারে কিন্তু উনিও অনেক অসুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনার কি অসুখ?

উত্তরদাতা:উনার ডায়বেটিস আছে। তারপর কিছুদিন আগে স্ট্রোক করছে। ছোট, মিনি স্ট্রোক করছে আর এমনি হাত পায়ে ব্যথা, তারপরে এইতো, এগুলাই।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার শ্বশুরের?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরের কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। উনার লিভারের সমস্যা আছে। তারপর একটু ইয়া, এই হার্টের সমস্যা আছে। হার্টের বাই পাস করা হয়েছে চার পাঁচ বছর আগে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এরকম না তো যে শ্বাস কষ্ট সমস্যা

উত্তরদাতা:হ্যা। শ্বাস কষ্ট আছে। শ্বাস কষ্ট উনার আছে। কিছুদিন পরপরই শ্বাস কষ্ট

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কি আপনার শাশুড়ির?

উত্তরদাতা:না। আমার শ্বশুরের।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুরের?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এখন তো না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এখন শ্বাস কষ্ট না?

উত্তরদাতা:এখনই আছে মানে ধরেন দুই তিনদিন ভালো যায়তেছে, আবার এরকম শ্বাস কষ্ট হয়তেছে এরকমই। চলতেছে উনার এরকম।

প্রশ্নর্কতা:তো এই ছোট বাচ্চার কোন অসুখ বিসুখ নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ও এখন সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:আছে। এখন ওর ঠান্ডা আছে। ওর অনেক ঠান্ডা। দুইমাস যাবত ঠান্ডা চলতেছেই। ঔষধ খাওয়াচ্ছি। গ্যাস দিতেছি। কমতেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:এখনো ঔষধ খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঔষধ খাওয়াচ্ছি, গ্যাস দিতেছি।

প্রশ্নর্কতা:আজকেও খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আজকেও খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ও কি হয়ছে মেইনলি, ঐটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ওর তো প্রচুর ঠান্ডা লাগছে। বুকে কফ জইমা গেছে। এজন্য ঔষধ খাওয়াইতেছি।

প্রশ্নর্কতা:কবে ডাক্তার দেখায়ছেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তার দেখাইছি সাত তারিখে, দশ তারিখেও দেখাইছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। দশ তারিখে দেখায়ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো ডাক্তার কি বলছে? কি সমস্যা?

উত্তরদাতা:ডাক্তার বলছে ঠান্ডাটা অনেক ভিতরে ইয়ে হয়ে গেছে তো এজন্য ঔষধ খাওয়াতে বলছে। এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিছে একটা। একটা কাশির ঔষধ দিছে। আর ঠান্ডার জন্য একটা ঔষধ দিছে। তিনটা ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: তিনটা ঔষধ দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনটা ঔষধ দিছে। আর পাশাপাশি গ্যাস দিতে বলছে।

প্রশ্নর্কতা:কি দিতে?

উত্তরদাতা:গ্যাস।

প্রশ্নর্কতা:গ্যাস? ওকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে দেন সেটা?

উত্তরদাতা:সেটা ঐ যে নেবুলাইজারের সাহায্যে ঔষধ দিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে, ঔষধ দিয়ে তারপর নেবুলাইজারের ইয়া দিয়ে গ্যাস দিই।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। এটা কোন, এটাতো বললেন হবে, আজকে হচ্ছে

উত্তরদাতা:ষোল তারিখ।

প্রশ্নর্কতা:ষোল তারিখ। আর আপনি দেখায়ছেন হয়ছে

উত্তরদাতা:দশ তারিখ।

প্রশ্নর্কতা:দশ তারিখ। ছয়দিন হলো।

উত্তরদাতা:হ্যা। এক সপ্তাহর ঔষধ দিছে। ঐটা খাওয়ায়য়া আবার যায়তে বলছে। শেষ হলে আবার যাবো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কবে যাওয়ার দিন হচ্ছে?

উত্তরদাতা:যাওয়ার দিন সতের তারিখে। কালকে।

প্রশ্নর্কতা:সতের তারিখে। কালকে। তো এখনো ঔষধ চলতেছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এখনো ঔষধ চলতেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ওর কি কি লক্ষন ছিল আর একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:ওর ছোট বেলা থেকে ছয়মাস বয়স পর্যন্ত প্রচুর ডায়রিয়া হতো। একদিন ভালো থাকলে দেখা গেছে দশ পনের দিনই ডায়রিয়া থাকতো। তারপরে ছয়মাস বয়স যখন হয়ছে, তখন যে কাঁচাকলা তারপর ইয়ে দিয়ে পোলাও চাল, আলু দিয়ে ঝাও রান্না করে খাওয়াইছি। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে। এখন একটু ডায়রিয়া হলে ওরকম খাওয়ালে টয়লেট ঠিক হয়ে যায়। তারপর স্যালাইন খাওয়াই। রাইস স্যালাইন খাওয়াই। এগুলা খাওয়ালে ঠিক হয়ে যায়। এমনে এখন ডায়রিয়ার জন্য কোন ঔষধ খাওয়াইনা। ছয়মাস পর্যন্ত ঔষধ খাওয়াইছি। ছয়মাস পরে ডায়রিয়ার জন্য কোন ঔষধ খায় নাই। শুধু ঝাও রান্না করে খাওয়াই। আর স্যালাইন, রাইস স্যালাইন এগুলাই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো আগে করছেন। এখনকার সমস্যার কথা বলতেছি। এখন কি সমস্যা?

উত্তরদাতা:এখন শুধু ঠান্ডা। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:শুধু ঠান্ডা লাগছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। শুধু ঠান্ডা।

প্রশ্নর্কতা:জ্বর বা এরকম কিছু?

উত্তরদাতা:জ্বর ছিল তিনচারদিন আগে। তো আমি মাথায় পানি দিছি তারপর ঐযে এইস ঔষধ আছে। ঐটা খাওয়াইছি। ঠিক হয়ে গেছে ঐটা খাওয়ানোর পরে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে এইস ঔষধ খাওয়ায়ছেন। এটা কে দিছিল?

উত্তরদাতা:এটা ডাক্তার আনোয়ার খানকে দেখাইছি। উনি দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা একটু বলেন, ও ছাড়া, আপনার শ্বশুর শাশুড়ি ছাড়া বাড়ির মধ্যে আর কেউ কি অসুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:না। আর কেউ অসুস্থ না। আল্লাহর রহমতে আর সবাই সুস্থ।

প্রশ্নর্কতা:বাড়ির সবাই সুস্থ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতা:দেখাশুনা তো আমরা সবাই করি। আমি করি। আমার দেবর বেশী করে। তারপর আমার হাজবেন্ডও করে। তারপর আমার ভাসুরের মেয়ে আছে, ছোট। ও করে।

প্রশ্নর্কতা:তো ধরেন আপনার হাজবেন্ড বা ভাসুর, দেবর ওরা তো হচ্ছে কাজে যায়।

উত্তরদাতা:উনারা মানে খাওন, অসুস্থ হলে খাওন, আমার শ্বশুরকে তো রেগুলার উনারা এক ভাই সকালে খাওয়াচ্ছে, এক ভাই দুপুরে খাওয়াচ্ছে এরকম।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:উনি নিজের হাতে খেতে পারেনা। আমার শ্বশুর। উনাকে আমার ঐযে সকাল বেলা আমার দেবর খাওয়ায় গেছে। দুপুর বেলা এসে আমার হাজবেন্ড খাওয়ায়। রাতে আবার হয়তো আমার হাজবেন্ড খাওয়ায় নয়তো আমার দেবর খাওয়ায়। এরকম সবাই মিলেমিশে করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:এরকম সবাই, আর উনারা না থাকলে?

উত্তরদাতা:উনারা না থাকলে আমরাই করি। মেয়েরা। যে ও একজন ধইরা বসে। কিংবা আমি খাওয়াই দিই। বা আমি ধইরা বসলে ও খাওয়ায় দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আর এই ছোট বাচ্চা অসুস্থ হলে ওকে দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতা:ওকে আমিই দেখাশুনা করি।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই শুধু? অন্য কেউ তো করেনা?

উত্তরদাতা:না। ঐযে ও করে, ও গ্যাস দিয়া দেয়। আমি ঔষধ খাওয়াই। নেবুলাইজারে ঔষধ ভইরা ও গ্যাস দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ধরেন আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন বাড়ির মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে, যেহেতু অন্যদের তুলনায় আপনি বাড়িতে বেশী থাকেন। এবং হচ্ছে দেখাশুনার ইয়েটা আপনার ভাগে বেশী পড়ে যেহেতু আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন যে বাড়ির মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়েছে?

উত্তরদাতা:ঐ তো আমার শ্বশুর অসুস্থ, উনি তো সবসময় অসুস্থ, ঐটা উনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। উনি তো সবসময় অসুস্থ।

উত্তরদাতা:আর শ্বাশুড়ি দেখা গেছে অনেক সময় ব্যথা ট্যথা বেশী হলে কাছে থাকলে একটু হাত পা টিপি দাও এরকম

প্রশ্নর্কতা:উনি বলে

উত্তরদাতা:হ্যা। উনি বলে। যে এটা করো, ঐটা করো।

প্রশ্নর্কতা:এভাবে। আর ওরা? ওরা যদি অসুস্থ হয়ে যায়, এইযে বাকীরা?

উত্তরদাতা:ওরা অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখায়, ঔষধ খাওয়ায়। ওরা তো একটু বড় হয়ছে। নিজেরটা নিজে করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:মাথায় পানি টানি দিতে হলে মাঝেমধ্যে হয়তো দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি হচ্ছে শুধু দেখাশুনা বলতে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি আর আপনার বাচ্চার করেন? বাকীরা নিজেরা নিজেরাই করতে পারে?

উত্তরদাতা:করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:শুধু একটু সাহায্য করেন আপনি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটু বলেন যখন আপনাদের বাড়ির মধ্যে কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল, প্রথম অসুস্থটা, হওয়ার পরপর ধরেন জ্বর বা ডায়রিয়া বা ধরেন আর একটু বেশী হলো। তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতা:আমরা এইতো এখানে হসপিটাল আছে। আবেদা মেমোরিয়াল হসপিটাল। এখানেই বেশী যাওয়া হয়। এই হসপিটালেই বেশী যাওয়া হয়। পরে বড় জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে উনারাই বলে দেয়। তখন ঐখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। দূরে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু প্রথম একবারে যদি ধরেন জ্বরই আসলো। ধরেন,

উত্তরদাতা:জ্বর আসলে এখানে যে ডাক্তার আছে, ডাক্তারকে দেখাই।

প্রশ্নর্কতা কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা:বাবুর জ্বর আসলে ডা:২৭ দেখাই। শিশু ডাক্তার। আর ওদের জ্বর আসলে এদিকে এইযে ডা:২৮ আছে, ঐখানে দেখানো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো আবেদা বললেন। কোনটা, আবেদা মেমোরিয়াল

উত্তরদাতা: আবেদা মেমোরিয়াল হাসপাতাল এইযে টঙ্গী ইয়াতে বাসস্ট্যান্ডে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐখানে কখন যান? কি কি অসুখ হলে?

উত্তরদাতা:ঐখানে যে বাবুর জ্বর হলে শিশু ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন পড়ে, তখন ঐখানে যাওয়া হয়। কিংবা ঠান্ডা লাগলে

প্রশ্নর্কতা: ডা:২৭ কি ঐখানে বসেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐখানে বসেন।

প্রশ্নর্কতা: আবেদা মেমোরিয়ালে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর ওদের বললেন ডা:২৮ নাকি কি বললেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:উনি কোথায় বসেন?

উত্তরদাতা:উনি এখানে রেল স্টেশনে, এখানে বসেন।

প্রশ্নর্কতা:আলাদা চেম্বার?

উত্তরদাতা:হ্যা। এখানে।

প্রশ্নর্কতা:উনারা কি সবাই এমবিবিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনারা সবাই এমবিবিএস ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে ধরেন আপনার বাচ্চা অসুস্থ হলো, জ্বরই হলো। আপনি সোজা চাইল্ড স্পেশালিষ্টের কাছে চলে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার নিজের জন্য হলে?

উত্তরদাতা:আমার নিজের জন্য হলে দেখা যায় নরমালি এখানে ফার্মেসি থেকে একটা ঔষধ এনে খেলে হয়তো দেখা যায় ভালো হইয়া যাই। আর না হলে যখন বেশী প্রয়োজন পড়ে, তখন ঐ আবেদায় যাই আমরা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি নিজের জন্য্য ঐ ফার্মেসি থেকে ঔষধ কিনে আনেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ফার্মেসিতে গিয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তরদাতা:ঐযে নরমাল জ্বর হলে নাপা, এইস এগুলা ঔষধ দেয়। খায়য়া যদি ভালো হয়, তো হইলো। নাহলে ঐযে দূরে যেতে হয়। আবেদা মেমোরিয়ালে যাই আমরা।১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:না। এটা বললাম যে ধরেন আপনি অসুস্থ হলেন। জ্বর আসলো। আপনি কি গিয়ে নাপা কিনে আনেন নাকি ওদেরকে গিয়ে বলেন যে আমার জ্বর আসছে।

উত্তরদাতা: আমার জ্বর আসছে, কি ঔষধ নিবো? তখন উনারাই দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তখন উনারাই সাজেষ্ট করেন। তো এইযে আবেদা মেমোরিয়াল বা আপনার নিজের জন্য ফার্মেসিতে যাওয়া, বাচ্চার জন্য চাইল্ড স্পেশালিষ্ট এর কাছে যাওয়া, এই বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতা:এইতো আমার হাজবেন্ড আছে বাসায়। উনিই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনার হাজবেন্ড নেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। উনি এসব সিদ্ধান্ত দেয়, যেমন আপনার শ্বশুরের ডাক্তার দেখানো লাগবে, শাশুড়ির ডাক্তার

উত্তরদাতা: ডাক্তারের ব্যাপারে যত যা কিছু আছে আমার হাজবেন্ডই দেখে।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনার ভাসুর বা ইয়া?

উত্তরদাতা:উনারা দেখে। প্রয়োজন পড়লে যায়। মানে ডিসিশান নেওয়াটা ওর আব্বুই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা আপনারা কেন ধরেন স্পেশালিষ্ট বা আবেদা মেমোরিয়াল বা নজরুল ডাক্তার, এদের কাছে কেন যান?

উত্তরদাতা:এদের কাছেই তো অসুখ হলে যাই। এছাড়া তো আর যাওয়া হয়না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন আরকি?

উত্তরদাতা:উনাদের চিকিৎসা ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোথাও না গিয়ে উনাদের কাছে কেন যাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: উনাদের চিকিৎসা ভালো হয়। এখানে চাইল্ড স্পেশালিষ্ট উনিই ভালো আছে। আর কেউ ভালো নেই। আর কেউ নাই এরকম।

প্রশ্নর্কতা:আর কেউ নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:অন্য ডাক্তাররা? অন্য যেমন, ডা:২৮ বললেন।

উত্তরদাতা:উনি, উনিও ভালোই, ডাক্তার। এজন্য যাওয়া হয় উনার কাছে।

প্রশ্নর্কতা:উনি চাইল্ড স্পেশালিষ্ট না?

উত্তরদাতা:না। উনি বড়দের চিকিৎসা করেন?

প্রশ্নর্কতা: মেডিসিন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে আপনারা বাচ্চার হলে আনোয়ার ডাক্তার আর বড়দের হলে নজরুল ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটাই। আর এরা কি দুজনেই

উত্তরদাতা: এমবিবিএস ডাক্তার

প্রশ্নর্কতা:দুজনেই এমবিবিএস ডাক্তার। আচ্ছা। তো ওরা তো ধরেন প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেসক্রিপশনে ঔষধ লিখে দেয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐ প্রেসক্রিপশনে ঔষধগুলো হয়তো ধরেন পনের দিন হলো, একমাস হলো বা সাতদিন হলো, যেরকমই হোক, কেনার সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

উত্তরদাতা:আমার হাজবেন্ডেরই তো। কেনার সিদ্ধান্ত কিংবা ডাক্তারের কাছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সবকিছু উনার।

প্রশ্নর্কতা:উনি সাথে যান ডাক্তার দেখানোর সময়?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনিও সাথে যান।

প্রশ্নর্কতা:আপনিও কি সাথে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা, আমিও সাথে যাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ধরেন হঠাৎ করে আপনাদের কোন ঔষধ লাগলো আরকি। যে অসুস্থ হয়ে গেলেন কিন্তু এত বেশী না। কিন্তু আপনার ঔষধের দরকার পড়লো। কিংবা ঔষধ আপনার ফুরায়ে গেছে। কিনে আনছেন। হয়তো এক মাসের ঔষধ দিছে। কিছু কিনে এনে কিছু রেখে আসছে বাকী। এই কেনার জন্য কোথায় যান?

উত্তরদাতা:কেনার জন্য আমরা এইযে বাসস্ট্যান্ড ফার্মেসি আছে, ঐগুলা থেকে আনা হয়। এখানে এইযে ....দা র ফার্মেসি আছে। এখান থেকে বেশী ঔষধ আনা হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: ..দা র ফার্মেসি থেকে? এটা কোথায়?

উত্তরদাতা:এটা এইযে রেল ষ্টেশনে।

প্রশ্নর্কতা:রেল স্টেশনে। কেন ঐখান থেকে বেশী নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:ঐখানে পাওয়া যায় ঔষধ সব ধরনের এজন্য

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সব ধরনেরই ঔষধ পাওয়া যায়। আর কোন কারন আছে যে ঐখান থেকে নিয়ে আসার?

উত্তরদাতা:না। এমনিতেই আর কোন কারন নেই। ঔষধ পাওয়া যায় ঐখানে। কাছে, হাতের কাছে। ঔষধ পাওয়া যায়। যখন না পাওয়া যায়, তখন ঐযে একটু দূরে বাস স্ট্যান্ড যেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা আপনাদের কাছে? রেল স্টেশন ইয়াটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই জায়গাটায় তো রেলষ্টেশনের ইয়েতে পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদূর হবে ঐ ফার্মেসি এখান থেকে?

উত্তরদাতা:এখান থেকে দু মিনিটের রাস্তা।

প্রশ্নর্কতা: দু মিনিটের রাস্তা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঐখান থেকে ঔষধ কেনার সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে ঔষধ কেনার সিদ্ধান্ত ওর বাবা নেয়। বাবুর বাবা নেয়। কিংবা ওর চাচা আছে। উনারাও আনে।

প্রশ্নর্কতা: সিদ্ধান্তটা কার থাকে? ওরা কিনে নিয়ে আসে আরকি।

উত্তরদাতা:সিদ্ধান্ত তো ওর চাচা নেয়। ওর চাচা আনে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:সর্বশেষ কার জন্য ঔষধ নিয়ে আসছেন ঐখান থেকে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য, উনাদেরতো সবসময় আনা হয়। প্রতি সপ্তাহেই ঔষধ লাগে আট দশ হাজার টাকার। ঐখান থেকেই আনা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সর্বশেষ কার জন্য আনছেন?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য আনা হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:দুইতিনদিন হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: দুইতিনদিন আগে। দুইতিনদিন আগে কি শ্বশুরের জন্য নাকি শাশুড়ির জন্য?

উত্তরদাতা:দুইজনের জন্যই আনা হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: দুইজনের জন্য একসাথে? তো আপনার শ্বশুরের তো হচ্ছে কিডনির সমস্যা। এটার জন্য ঔষধ নিয়ে আসছে। আর আপনার শাশুড়ির জন্য?

উত্তরদাতা:আমার শাশুড়ি যে উনি স্ট্রোক করছে। মিনি স্ট্রোক করছে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন আগে হবে?

উত্তরদাতা:এটা দেড় থেকে দুই মাস হবে। আর এমনিতে শরীরে ব্যথা, ডায়বেটিস, ডায়বেটিসের ইনসুলিন আনতে হয়। ঔষধ আনতে হয়। তারপর ঘুম হয়না। ঘুমের জন্য ঘুমের ঔষধ আনতে হয়।২০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐখানে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:ঐখানেতে সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায় ফার্মেসিতে।

প্রশ্নর্কতা:সব ধরনের?

উত্তরদাতা:হ্যা। সব ধরনের।

প্রশ্নর্কতা:কখনো কি এরকম হয়ছে ঔষধ পান নাই বা কোন ঔষধ

উত্তরদাতা:মাঝেমাঝে যখন মানে কিছু ঔষধ আছে পাওয়া যায়না দুইএকটা, তখন একটু দূরে যেতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজনে যে ঔষধগুলো প্রয়োজনীয়

উত্তরদাতা:সব এখান থেকে আনে।

প্রশ্নর্কতা: সব এখান থেকে আনে। ঠিকমতো পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঠিকমতো পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এই এন্টিবায়োটিক, আমরা তো এন্টিবায়োটিক, আপনি নিজেও বলছেন যে, বাবুর জন্য হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ইয়া দিছে।

উত্তরদাতা:হ্যা, একটা দিছে।

প্রশ্নর্কতা: একটা দিছে।

উত্তরদাতা:ভালো হয়তেছেনা তো এজন্য এন্টিবায়োটিক একটা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। বললেন এন্টিবায়োটিক দিছে। এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন, এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এটা একটা ঐযে পাউডার গুড়া থাকে। ঐটার সাথে পানি মিশ্রন কইরা ঝাঁকিয়ে তারপর ঔষধটা মিশ্রন তৈরী করি। পরে ঐটা খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা হচ্ছে বাবুর এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটাই বাবুর এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:কি নাম বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা:সেফ্রন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রন। তো এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে কি বোঝায়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, ডাক্তার যেরকম বলছে যে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলা যখন দেখা যায় কোন ঔষধে কাজ হয়তেছেনা বা নরমাল ঔষধে কাজ হয়তেছেনা। তারপর এন্টিবায়োটিকটা দেওয়া হয়। আর এন্টিবায়োটিকে কোর্স সর্ম্পূন শেষ করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা শুনছেন? আর কিছু একটু মনে করে দেখেন। আর কিছু মনে করতে পারেন কিনা।

উত্তরদাতা:না। আর তেমন কিছু

প্রশ্নর্কতা:এটা একটু বলেন কেন আমরা এন্টিবায়োটিক ববহার করি।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ববহার করি ঐতো ঐ নরমাল ঔষধে যখন কাজ হয়না, দেখা যায়তেছে অনেকদিন ধরে ঔষধ খাওয়ায়তেছি, কাজ হয়তেছেনা। তখন এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি শুধু বাচ্চার জন্য?

উত্তরদাতা:না। শুধু বাচ্চার জন্য না। বড়দের ক্ষেত্রেও এরকম হয়। এন্টিবায়োটিক ঔষধটা

প্রশ্নর্কতা:কোন অসুখের জন্য এইগুলো ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতা:এইযে বাবুর ঠান্ডা ভালো হয়তেছেনা অনেকদিন যাবত। দুই মাস হয়ে গেছে। এজন্য আরকি এখন এন্টিবায়োটিক দিছে। এটা খাওয়ায়য়া তারপর সাতদিন পরে আবার দেখা করতে বলছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে কি ঠান্ডার জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঠান্ডার জন্য দেয়। তারপর আগে যখন জ্বর ডায়রিয়া হতো, তখনো এন্টিবায়োটিক ওকে খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে ঠান্ডার জন্য এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। আবার হচ্ছে ডায়রিয়ার জন্য দেওয়া হয়।

উত্তরদাতা: ডায়রিয়ার জন্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর অন্য কোন অসুখের জন্য কি দেওয়া হয়?

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া, আমাশয়ের জন্যও তো এন্টিবায়োটিক দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলো ি দিলে ভালো? মানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে ঐ অসুখগুলো কি ভালো হয়?

উত্তরদাতা:ভালো হয়। কিন্তু ডাক্তার বলছে শুনছি যে এন্টিবায়োটিক বেশী ইউজ করা ঠিক না। বেশী ইউজ করলে সমস্যা হয়।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের সমস্যা হয় একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: কি ধরনের সমস্যা হয়, এটাতো সঠিক বলতে পারিনা। কিন্তু বলছে যে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ বেশী খাওয়ালে নাকি সমস্যা হয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক শরীরের মধ্যে কিভাবে কাজ করে, এটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধটা নাকি শরীরে দ্রুত কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: দ্রুত কাজ করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য এই এন্টিবায়োটিকটা দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:কি রকম দ্রুত কাজ করে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: কি রকরম দ্রুত, ঐযে ওর যখন ডায়রিয়া হয়ছিল, তখন আমি এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়াইতাম। দেখা যেতো এক সপ্তাহর ঔষধ দিতো, দুইদিন কিংবা একদিনের মধ্যেই টয়লেট ঠিক হয়ে যেতো। কিন্তু কোর্সটা কমপ্লিট করতে হতো। ডাক্তার বলছে, এটা কোর্স কমপ্লিট করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: কমপ্লিট করতে হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো ধরেন এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য কি যেমন আপনি আনেন হচ্ছে কোথায়, দেবুদা, দেবুদা থেকে। ইয়া এন্টিবায়োটিক বা ঔষধ কিনেন। ঐখানে তো ঔষধ কিনতে গেলে এন্টিবায়োটিকগুলো বিশেষ করে কিনতে গেলে কি আপনার প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: হ্যা। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ দেয়না উনারা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন দেখাতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন আপনি নাম বলতে পারলেন। যেমন, একটু আগে বাচ্চার ঔষধের নাম বলছেন আমাকে। এরকম আপনি নাম বলে নিয়ে আসতে পারবেন এরকম

উত্তরদাতা:হ্যা, নাম বলতে পারলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: নাম বলতে পারলে দেয়। কিন্তু এছাড়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশন দিয়ে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়াও কি ওরা ঔষধ দেয়? এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:না। জিজ্ঞেস করে যে ডাক্তার দিছে কিনা। ডাক্তার না দিলে উনারা দিতে চায়না। এন্টিবায়োটিক ঔষধ ফার্মেসিতে কেউ দিতে চায়না সহজে ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধ এটা কিভাবে বুঝলেন? ঐটা যে

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলা আরকি গুড়া পাউডার থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটাতো বাচ্চাদের। বড়দের?

উত্তরদাতা:বড়দেরটা তো আমি সঠিক জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কারন আমি এন্টিবায়োটিক, আমি ঔষধ খুব কম খাই। এন্টিবায়োটিক খাওয়া হয়নি।২৫:০০

প্রশ্নর্কতা: খাওয়া হয়নি?

উত্তরদাতা:না। আমি যখন বাবু পেটে ছিল তখন আমার ঐযে ইউরিন ইনফেকশন হয়ছে, তখন আমি ঐযে এন্টিবায়োটিক টেবলেট খাইছিলাম। এরপর আর কি কি ধরনের হয়, সেটা সঠিক বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:বলতে পারেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কি নির্দিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিক মানে যেটা আপনার বাচ্চার জন্য হোক, বড়দের জন্য হোক, আপনার মানে কোন একটা ধরেন ডায়রিয়া হলো, ঐ এন্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করে। এরকম কিছু কি কোন এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা, ডায়রিয়া

প্রশ্নর্কতা:ডায়রিয়া বা জ্বর যেকোন একটা ঔষধের জন্য আপনার কোন প্রাইওরিটি আছে?

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া হলে ঐযে এন্টিবায়োটিকটা, এজিট এন্টিবায়োটিকটা খাওয়াইতাম। ঐটা কাজ করতো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ধরেন পরবর্তীতে হইলো কিছু বচ্চার। ডায়রিয়া বা আপনার বাচ্চার না হোক, অন্য কারো হয়ছে ধরেন। তখন সে জিজ্ঞেস করলো। তখন তাকে বলবেন ঐটা ভালো হয়।

উত্তরদাতা:না। আমি এরকম বলিনা কারন ডাক্তার হয়তো দেখা যায় ওর জন্য এটা দিছে। অন্য জনের জন্য অন্যটাও দিতে পারে। এজন্য আমি বলিনা যে এটা খাওয়াই দেখেন। আমি তো আর ডাক্তার না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আপনি ডাক্তারকে গিয়ে হয়তো বললেন যে বচ্চাকে এটা আগে খাওয়াইছি। এটা ভালো। এরকম কোন প্রাধান্য দেয়ার কোন আপনার এন্টিবায়োটিক আছে কিনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম নাই?

উত্তরদাতা:না। এরকম নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার পরিবারে সর্বশেষ কার জন্য এন্টিবায়োটিক খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:বাবুর জন্য এন্টিবায়োটিক আনাইছি সর্বশেষ?

প্রশ্নর্কতা:বাবুর জন্য। ঐযে এখন যেটা চলতেছে ঐটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেফ্রন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রন। এটা কতদিন আগে হবে সেফ্রন খাওয়ায়তেছেন? এখনো কি চলতেছে?

উত্তরদাতা:ছয়দিন। হ্যা। এখনো চলতেছে। ছয়দিন হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: ছয়দিন হয়ছে। তো কয়দিন খাওয়াতে বলছে ঐটা?

উত্তরদাতা:এক সপ্তাহ।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রনটা এক সপ্তাহ খাওয়াতে বলছে? আচ্ছা। উনি কি প্রেসক্রিপশনে লিখে দিছেন ঐটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রেসক্রিপশনে লিখে দিছে।

প্রশ্নর্কতা:কত টাকা লাগছিল বা কত টাকা মানে এন্টিবায়োটিকের দাম সর্ম্পকে

উত্তরদাতা:দুইশো টাকা।

প্রশ্নর্কতা: দুইশো টাকা। দামটা সর্ম্পকে একটু বলবেন যে, দাম বেশী বা কম এরকম আরকি। এন্টিবায়োটিকের দাম সর্ম্পকে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলোর দাম একটু বেশী থাকে সবসময়। তো আনা হয়। লাগলে তো আনা হয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। লাগলে তো আনা লাগে। ডাক্তার যখন দেয়

উত্তরদাতা:দেয়। এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলা সবসময় দাম বেশী থাকে। যে এ আগেও যে ডায়রিয়ার ঔষধগুলা দেখা গেছে, অন্যান্য ঔষধ দেখা গেছে বিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা। এরকম। কিন্তু এন্টিবায়োটিকগুলা একশো টাকার উপরে। দেড়শো দুইশো এরকম থাকে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আমরা বলতে পারি যে এন্টিবায়োটিকের দাম একটু বেশী।

উত্তরদাতা:বেশী। হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:অন্য ঔষধের তুলনায়।

উত্তরদাতা:তুলনায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনাকে এই এন্টিবায়োটিক, যেটা খাওয়াচ্ছেন বা আগে যেটা খাওয়ায়ছিলেন ডায়রিয়ার জন্য। এগুলো খাওয়ানোর পরে এখন কেমন লাগতেছে? নিজে কি খুশি হয়ছেন? নাকি কেমন লাগতেছে? মনে এটা চিন্তা করবেন হচ্ছে যে বাচ্চার অসুস্থতা, বাচ্চাকে খাওয়াইছিলাম প্লাস দাম সবকিছু মিলায়ে আপনার কেমন লাগতেছে এখন?

উত্তরদাতা:না। বাচ্চা সুস্থ হলে তো খাওয়ানো যায়। ভালোই।

প্রশ্নর্কতা:ভালো লাগে, না? আচ্ছা। এরকম কি এন্টিবায়োটিক আপনি বাড়ির মধ্যে রেখে দেন যে কখনো এন্টিবায়োটিকটা আবার যদি কখনো হয় তখন খাওয়াবেন বা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:নিজে খাবেন বা অন্য কাউকে দিবেন

উত্তরদাতা:না। না। রাখা হয়না। কারন ডাক্তার না দিলে তো আমরা শুধু শুধু রাইখা লাভ নেই। দেখা যায় এক সময় দিলো। অন্য সময় আরেকটা দিতে পারে। এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলা তো আর সবসময় খাওয়ানো যায়না। ঐটা বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়লে তখন দেয় ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি বাড়িতে রাখেন না?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক ঔষধ বাড়ির মধ্যে

প্রশ্নর্কতা:এখন কি কোন এন্টিবায়োটিক বাড়ির মধ্যে রাখা আছে?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক কোন ঔষধ বাড়ির মধ্যে রাখা হয়না। এমনে নরমাল নাপা, এইস এগুলা গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধগুলা নরমাল ঔষধগুলা রাখা হয়।

প্রশ্নর্কতা:নরমাল ঔষধ।

উত্তরদাতা:কিন্তু এন্টিবায়োটিক রাখা হয়না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রাখা হয়না। আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন যে এন্টিবায়োটিকের মেয়াদোত্তীর্নের তারিখ বলে, মেয়াদোর্ত্তীন বা এক্সপায়ার ডেট যেটা বলি আমরা। ঐটা সর্ম্পকে কি আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা:ঐটা তো প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে কোনটা দেড় বছর দুইবছর কিংবা বারো মাস। এরকম লেখা থাকে। কিন্তু খোলার পর এন্টিবায়োটিক ঔষধটা মিশ্রন করার পরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত যদি নরমাল রাখি তাহলে এক সপ্তাহ ইউজ করা যাবে। আর যদি রেফ্রিজারেটরে রাখি তাহলে পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা তার মানে হচ্ছে নরমালে রাখলে এক সপ্তাহ আর ফ্রিজে রাখলে হচ্ছে

উত্তরদাতা:পনের দিন।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:পনের দিন রাখা হয়। ঐ মিক্সটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। মিশ্রনটা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:মিশ্রন তৈরী করার পর আরকি। আর তৈরীর আগে তো ঐখানে প্যাকেটের গায়ে লেখাই থাকে যে কতদিন ইউজ করা যাবে। এক বছর কিংবা দুইবছর এটা প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে।

প্রশ্নর্কতা: প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে। আর অন্য কোন ঔষধের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা: অন্য কোন ঔষধের ক্ষেত্রে আমরা সাধারনত ঔষধ খোলার পরে এক সপ্তাহ বা পনের দিন পর আর ঐটা ইউজ করা হয়না। থাকলেও ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন বাড়ির মধ্যে কি কোন ঔষধ রাখা আছে?

উত্তরদাতা:না। রাখা আছে বলতে গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ এগুলা থাকে। আর আমার শ্বশুরের যে ঔষধগুলা লাগে, ঐগুলা রাখা থাকে সবসময়। শ্বশুর শাশুড়ির ঔষধগুলো, ঐগুলো রাখা থাকে।

প্রশ্নর্কতা:উনারা ঐগুলো কন্টিনুআস খায়তেছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনাদের এটা কন্টিনুআস খায়তে হয়। এজন্য রাখা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর ধরেন এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো কখনো কি মানুষের ক্ষতি করতে পারে বলে কি আপনি চিন্তা করছেন?

উত্তরদাতা: ক্ষতি করতে পারে যখন আপনি অতিরিক্ত ইউজ করলে তো ক্ষতি করবেই। যেটা এটার ব্যবহারের একটা মাত্রা থাকে। এটার বেশী ইউজ করলে আপনার ক্ষতি হবে না?

প্রশ্নর্কতা:ব্যবহারের মাত্রা বলতে আপনি কোনটাকে বোঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:এইযে ডাক্তার যেমন সাতদিনের দিছে যে, আমরা যদি একটু ইয়া কইরা যে না, সাতদিন দিছে, ভালো হয়তেছেনা, আমি আরো কিছুদিন করি। তাহলে ঐটা তো ক্ষতি হবে। কারন, ঐটা তো ডাক্তারের পরার্মশ নিয়ে করিনি। নিজে নিজে করছি। ঐরকম করলে তো ক্ষতি হবে।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ইয়া আছে যে এন্টিবায়োটিক কিভাবে খেতে হবে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো ভরা পেটে খেতে হয়। খাওয়ার পরে। খালিপেটে এন্টিবায়োটিক খাওয়া ভালো না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন আপনি আপনার বাচ্চাকে কয় ধরনের ঔষধ খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:আমি ঠান্ডার জন্য তিনটা ঔষধ খাওয়াচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা:এখনই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:একটাতো এন্টিবায়োটিক বললেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কি কি?

উত্তরদাতা:আর ব্রডিল ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:আর একটা হচ্ছে যে গ্যাস দিতেছেন।

উত্তরদাতা:আর গ্যাস দিতেছি। ব্রডিল খাওয়াচ্ছি। তারপর ব্রডিলটা ঠান্ডার জন্য, এমব্রোক্স কাশির জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এই দুইটা। আর হচ্ছে

উত্তরদাতা:আর এন্টিবায়োটিক সেফ্রন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রন। আচ্ছা। এটাই। কিভাবে কিভাবে খাওয়াচ্ছেন একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:সকাল বেলা খাওয়ার পর ঐযে এমব্রোক্স, তারপর ব্রডিল দিবো। তারপর যে ইয়া খাওয়াই, সেফ্রন ঔষধটা খাওয়াই। ভরা পেটে।

প্রশ্নর্কতা:ভরা পেটে। ঐ সকাল বেলা একবার।

উত্তরদাতা:সকল বেলা। দুপুরে। আবার রাতে। এমব্রোক্সটা দুইবেলা দিছে আর ব্রডিল আর ঐ সেফ্রন হচ্ছে তিনবার।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রন আর ব্রডিল হচ্ছে তিনবেলা। আর ইয়া হচ্ছে দুইবেলা।

উত্তরদাতা:এমব্রোক্স।

প্রশ্নর্কতা: এমব্রোক্স। আমাকে কি একটু দেখাতে পারেন ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ব্রডিল? ব্রডিল তো শেষ।

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা আজকে শেষ হয়ছে। কালকে তো ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সেফ্রন, এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এটা? এমব্রোক্স?

উত্তরদাতা:এটা কাশির জন্য।

প্রশ্নর্কতা: এটা কাশির জন্য। এমব্রোক্সটা শ্বাস কষ্টের জন্য। এরমধ্যে এন্টিবায়োটিক হচ্ছে আপনি বলতেছেন এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেফ্রন।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রন। তোএগুলা কি আমি একটা ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারি যাওয়ার সময়?

উত্তরদাতা:হ্যা। নেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। তো আপনারা তো গরু ছাগল কিছু আপনাদের নাই। বাড়ির মধ্যে পালেন না।

উত্তরদাতা:না,নাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে গরু ছাগলের যে অসুখ বিসুখ হয়, এটার সর্ম্পকে তো আপনার, কি ঔষধ খাওয়াতে হবে, কখন খাওয়াতে হবে, এগুলা সর্ম্পকে কোন ধারনা

উত্তরদাতা:না। কোন ধারনা নেই।

প্রশ্নর্কতা:ধারনা নেই, না? তো আমরা এখন আসি হচ্ছে আপনার এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলে। নাম শুনছেন কখনো? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানেএতক্ষন তো আমরা এন্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলছি। এখন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স

উত্তরদাতা:নাম শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:শুনেন নাই, না? ধরেন আপনার কোর্স পুরা ঔষধ খেলেন না, এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো কোর্সপুরা করলেন না। যে আপনাকে যেমন বলছে হচ্ছে সেফ্রন, এন্টিবায়োটিক,এটাকে আপনার বলছে তিনবেলা খেতে হবে। এবং হচ্ছে আপনার সাতদিন খেতে হবে। এটা বলছে আপনাকে। এখন ধরেন এন্টিবায়োটিকের পুরা কোর্স আপনি শেষ করলেন না। তখন কি হয়তে পারে? কিছু হবে কিনা? ৩৫:০০

উত্তরদাতা:কিছু হবে। ডাক্তার বলছে যে ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এক্সাক্টলি কি হবে, ঐটা বলেনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ক্ষতি হবে বলছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখন কি ক্ষতি হবে, এটা আপনি বলতে পারেন না?

উত্তরদাতা:জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার এটা মনে হয় এক্ষেত্রে বললেন। এটা ছাড়া আপনার নিজের ধারনা থেকে বলতে পারবেন কিনা? যে যদি আমরা এন্টিবায়োটিক কোর্সটা যেভাবে আমাদেরকে নিয়ম মতো বলছে, ঐভাবে যদি না খাই, ধরেন আমাকে তিনবেলা বলছে। আমি দুইবেলা ভুলে গেলাম। একবেলা করে খাইলাম। ধরেন আমি একদিনই ভুলে গেলাম। ঠিক আছে? বা আমাকে বললো সাতদিন খেতে। আমি তিনদিন খেলাম। তাহলে তিনদিন খেয়ে হয়তো আমার অসুখটা ভালো হয়ে গেছে। আমি আর খাইনি। তখন কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:তখন পরবর্তীতে ডাক্তার বলছে যে, যদি ঔষধটা কমপ্লিটলি না খাওয়া হয়, পরবর্তীতে ঐ একই সমস্যা আবার হবে।

প্রশ্নর্কতা:আবার হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আবার হলে তখন এটা আর কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:তখন নাকি একবার যে এন্টিবায়োটিকটা দেয়, ঐটা আবার পরে দেয়না। পরে আবার চেঞ্জ করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পরে চেঞ্জ করে কি দেয়?

উত্তরদাতা:ঐটা উনারা দেয়। এখনো তো এরকম হয় নাই। আমি সবসময় রেগুলার ঔষধ খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সেটাতো আপনি খাওয়ান। কিন্তু আপনার ধারনা কি বলে? এইযে এখন বললেন যে ডাক্তার বলছে যে যদি একটা এন্টিবায়োটিক একবার দেওয়ার পরে পরবর্তীতে সে ঐ এন্টিবায়োটিক দেয়না। অন্য এন্টিবায়োটিক দেয়। অন্য বলতে কি একই ধরনের দেয় নাকি কিরকম কিরকম, কি পার্থক্য থাকে?

উত্তরদাতা:একই ধরনেরই দেয়। মানে নামটা হয়তো চেঞ্জ করে। হয়তোবা

প্রশ্নর্কতা:হয়তোবা। এটা আপনার কি অন্য কোন ধারনা আছে এটা সর্ম্পকে?

উত্তরদাতা:না। এটা সর্ম্পকে আর কোন ধারনা নেই।

প্রশ্নর্কতা:ধারনা নাই, না? তাহলে আপনি বলতেছেন, রোগটা আবার হতে পারে। এটা সমস্যা হতে পারে। যদি কোর্স পুরা না করে। তাহলে এই জিনিসগুলা আপনি বলতেছেন সব ডাক্তারের কাছ থেকে, সব ডাক্তার বলছে বললেন। আপনার কথা মতোই বললাম। ডাক্তার বলছে এভাবে করতে হবে বা এভাবে বলছে। ডাক্তার ছাড়া আর কারো কাছে আপনি শুনছেন এই ব্যাপারগুলো?

উত্তরদাতা:হ্যা। যারা ইউজ করছে, তারাও এই ধরনের কথা বলছে। যে এরকম হয়। ডাক্তারের কাছ থেকে এরকম শুনছি। এরকমই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি কখনো চিন্তিত মানে চিন্তা করছেন, নিজে কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ছেন যে যদি আমি এন্টিবায়োটিকটা পুরা শেষ করতে না পারি তাহলে এরকম কোন সমস্যা দেখা দিবে।

উত্তরদাতা:হ্যা। হয়তো আবার এরকম অসুখ, এরকম সমস্যা থাকইতে পারে। হয়তো ঠিক হবেনা। এরকমতো হয় মাঝেমাঝে। যদি না খাওয়াই, এরকম হবে।

প্রশ্নর্কতা:তো এটার জন্য সমাধান কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:এটার জন্য সমাধান কি, ডাক্তারের কাছেই যাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন এইযে এন্টিবায়োটিক ঠিকমতো কোর্স পুরা না করি, তাহলে আপনি বলতেছেন, এই রোগটা আবার হতে পারে। তখন আপনার সমাধান কি হতে পারে এটা আপনার। এই সমস্যাটা থেকে সমাধান কি হতে পারে? যদি এই সমস্যাটা না হওয়ার জন্য, দূর করার জন্য আরকি।

উত্তরদাতা:দূর করার জন্য অন্য ঔষধ খাওয়াবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধরেন যে আপনি ঔষধটা খাওয়ালেন না। ঠিক মতো না খাওয়ার ফলে আপনি বলতেছেন যে, তার অসুখটা আবার হতে পারে। আচ্ছা, আপা যেটা বলছিলেন যে, যদি এন্টিবায়োটিক ঔষধটা যদি আপনি কোর্স পুরা না করেন, ধরেন এন্টিবায়োটিক বা অন্য কোন ঔষধগুলা। কোর্স পুরা শেষ করলেন না। ডাক্তার যেভাবে বলছিল। তাহলে আপনি বলতেছেন সমস্যা হয়। ঐ রোগটা আবার হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এই সমস্যা দূর করার জন্য যেন এই সমস্যাই না হয় আমার, এটার জন্য কি করতে পারি? আপনি কি করবেন?

উত্তরদাতা:এটার জন্য কি করবো? চেষ্টা করি অন্য কিছু দিয়া হয় কিনা যে দেখা যায় হয়তো কয়েকদিন তুলসি পাতা, আদার রস দিয়ে রস করে খাওয়াইছি। দেখলাম যে ঠিক হয় কিনা। এরকমই তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, ঔষধ কি এইযে খাওয়াচ্ছেন ঔষধ, মাঝখানে কি কখনো বাদ গেছে? ঔষধ খাওয়ানো কি কখনো বাদ গেছে এরকম ভুলে গেছেন বা এরকম কিছু হয়ছে?

উত্তরদাতা:বাদ, হ্যা, এরকম হয়ছে তো। দেখা গেছে অনেক সময় নিজের শরীর খারাপ থাকলে বা যে কাজের চাপে অনেক সময় খাওয়ানো হয়না, এরকম।

প্রশ্নর্কতা:এই সাতদিনের মধ্যে হয়ছে?৪০:০০

উত্তরদাতা:এই সাতদিনের মধ্যে ওর পরশুদিন, হ্যা, গত পরশুদিন ওর অনেক শরীর খারাপ ছিল। সারা রাত বমি করছে। ভয় পেয়ে গেছিলাম। আবার সকালে টয়লেট করছে। টয়লেট টা একটু লাল লাল ছিল। এখন ঔষধ দিলে তো আবার বমি করবে। এজন্য ঔষধটা দেওয়া হয় নাই। ঔষধটা দিইনি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিছেন যে ঔষধটা

উত্তরদাতা:নিজে, না। এমনিতে ওরে ঔষধ খাওয়ালে বমি করে। একটা ঔষধ খাওয়ানোর দেখা গেছে দশ মিনিট পনের মিনিট পরে আরেকটা ঔষধ খাওয়াই। ভরা পেটে একদম ভরা পেটে খাওয়াইয়া সাথে সাথে ওরে ঔষধ খাওয়ানো যায়না। খাওয়ানোর দশ থেকে পনের মিনিট পর বা আধাঘন্টা পর একটা ঔষধ খাওয়াই। তার দশ মিনিট পর আকেটা ঔষধ খাওয়াই। একসাথে তিনটা ঔষধ খাওয়ানো যায়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এরকম কইরা খাওয়াই। এজন্য আরকি যে বমি করতেছে। যদি আবার বমি করে এজন্য আমি ঔষধটা দিইনি। যে ঔষধ দিলে, এমনিতে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল, যদি আবার বমি করে। এমনিত পেটে কিছু নেই। আবার খায়তেছেনা। ঔষধটা দিলে আরো যদি বমি করে এই ভয়ে দিইনি।

প্রশ্নর্কতা:এই ভয়ে দেননি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি মানে একবেলা দেন নাই?

উত্তরদাতা:না। ঐদিন সারাদিনই দিই নাই। কারন সারাদিন দুই তিনবার বমি করছে। আর সারা রাত টোটাল বমি করছে। পেটে কিছু ছিলনা। খালি পেটে তো আর ঔষধ কাজ করেনা। এজন্য আমি ঔষধটা খাওয়াইনি।

প্রশ্নর্কতা:তো এটার জন্য কি ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করছেন?

উত্তরদাতা:না। কালকে যাবো। যাওয়ার পরে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আমরা এ পর্যন্তই আপা। আমরা পরে আপনার, বাবু যেহেতু অসুস্থ, এখনো ঔষধ খাওয়াচ্ছেন। এন্টিবায়োটিকও খাওয়াচ্ছেন ওকে। তাহলে আবার আমি আপনার সাথে কথা বলতে দুই সপ্তাহ পরে আসবো। এখন থেকে দুই সপ্তাহ পরে। তখন দেখার জন্য যে সে আসলে ভালো হয়ছে কিনা বা আবার কোন অসুস্থ হয়ছে কিনা। কারন ঐ চৌদ্দ দিনের মাঝখানে সে আবার অসুস্থ হতেও পারে।

উত্তরদাতা: অসুস্থ হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার কি বললো। এইযে কালকে আপনি আবার ডাক্তারের কাছে যাবেন। এই বিষয়গুলো জানতে আমি আবার চৌদ্দ দিন পরে আপনার সাথে এই বিষয়ে রোগ সর্ম্পকে কথা বলতে আসবো আরকি। ওর রোগ, বিশেষ করে ওর যে অসুখটা নিয়ে, ঐটা নিয়ে কথা বলতে আসবো। ঠিক আছে। ধন্যবাদ তাহলে।

----------oooooooooooooooooo----------